দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ... 24 MAR 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ৭ ... কলাম ... ৫ ...

ঢাবিতে ফের তৎপর ভুয়া ভর্তিচক্র

॥ সাইদুর রহমান ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিভিন্ন সময়ে অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া বিপুলসংখ্যক ভুয়া শিক্ষার্থী ক্লাসে ফিরেছে। আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে তারা ছাত্রত্বের বৈধতা ফিরে পাচ্ছেন। এ পর্যন্ত ছাত্রত্ব বাতিল হওয়া ২৩২ জন শিক্ষার্থীর মধ্যে ৮৭ জন আইনের আশ্রয় নিয়ে ক্লাস করছে। বাকিরাও ক্লাসে ফেরার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এদিকে ভুয়া ভর্তি তদন্তে গঠিত তথ্যানুসন্ধান কমিটির কার্যক্রমও এক প্রকার থিমিয়ে পড়েছে। আর এ সুযোগে জালিয়াতি চক্রটি ফের সক্রিয় হয়ে উঠেছে। তবে আশ্চর্য হলেও সত্য, গত আড়াই বছর ভুয়া ভর্তির বিরুদ্ধে অভিযান চললেও এই অবৈধ ভর্তির প্রক্রিয়ায় জড়িতরা একজনও রয়েছে ধরাছোঁয়ার বাইরে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা করা হলে রহস্যজনকভাবে পুলিশ চার্জশিট দিতে কালক্ষেপণ করছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া ছাত্র ও এ প্রক্রিয়ায় জড়িতদের শাস্তির বিষয়ে কঠোর অবস্থানে রয়েছেন। তিনি ইত্তেফাককে বলেন, ভুয়া ভর্তির সঙ্গে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে। বিচারাধীন মামলার রায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের বিপক্ষে গেলে তা আইনগতভাবে মোকাবিলা করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উচ্চ আদালতে আপিল করবে।

> আইনের ফাঁক-ফোকর দিয়ে ছাত্রত্বের বৈধতা নিয়ে কিছু শিক্ষার্থী ক্লাসে ফিরেছে

অনুসন্ধানে জানা গেছে, ১৯৯০ সালের পর ঢাবিতে কম-বেশি ভুয়া ভর্তির প্রচলন ছিল। গত বিএনপি ও আওয়ামী লীগ শাসনামলে ভুয়া ভর্তির চক্র সম্পর্কে বিভিন্ন মহল থেকে তথ্য দেয়া হলেও তার বিরুদ্ধে কার্যকর ব্যবস্থা (২য় পৃঃ ৪-এর কঃ দ্রঃ)

ঢাবিতে ফের তৎপর

(প্রথম পৃঃ পর)

গ্রহণ করা হয়নি। এ বছরের ২৩১ জনের সংখ্যা অবশ্য চক্রটি আবার সক্রিয় হয়ে ওঠে। চক্রটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের যোগসাজশে বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থীকে ভর্তি করানোর সুযোগ পায়। সর্বশেষ ২০০৬ সালে লোক প্রশাসন বিভাগে ১১ জন ভুয়া শিক্ষার্থী ধরা পড়ার পরে এ বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের টনক নড়ে। ২০০৬ সালের ১৯ অক্টোবর সিন্ডিকেট ২২ জনের প্রো-ভিসি অধ্যাপক ড. আকম ইউনুছ হারুনকে প্রধান করে ১১ সদস্যের তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করে। এই কমিটিতে বিভিন্ন অনুষদের ডিন, চেয়ারম্যান ও সিন্ডিকেট সদস্যদের সম্পৃক্ত করা হয়। তথ্যানুসন্ধান কমিটি প্রণীত ১২টি প্রতিবেদনের সূত্রপ্রেক্ষিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেট ৫ পর্যন্ত অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভর্তি হওয়া ২৩২ জন শিক্ষার্থীর ছাত্রত্ব বাতিল করে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ১০৮ জন, লোক প্রশাসন বিভাগে ৭৩ জন, অর্থনীতি বিভাগে ২৫ জন, ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ বিভাগে ৭ জন, সমাজ কল্যাণ ইনস্টিটিউটে ৪ জন, গণিত বিভাগে ৩ জন, ফলিত পদার্থ বিভাগে বিভাগে ৫ জন, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগে ৩ জন, ইঞ্জিন বিজ্ঞান বিভাগে ২ জন, রসায়ন বিভাগে ১ জন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে ১ জন, তথ্য বিজ্ঞান ও গ্রন্থাগার ব্যবস্থাপনা বিভাগে ১ জন এবং ইতিহাস বিভাগে ১ জন রয়েছে।

পাহারাগ থানায় মামলা

বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধ প্রক্রিয়ায় ছাত্র ভর্তি করানোর অভিযোগে ১৭ জনের নামে পাহারাগ থানায় মামলা করা হয়। মামলার পাশাপাশি সিন্ডিকেট বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরের ৯ কর্মকর্তা ও কর্মচারী সাময়িক বরখাস্ত করে। তারা হলেন-ডেপুটি রেজিস্ট্রার একেএম মোজাম্মেল হক, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের প্রশাসনিক কর্মকর্তা আবুল হোসেন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান সহকারী বিএম আমিনুল, অর্থনীতি বিভাগের প্রধান সহকারী বিমল চন্দ্র দাস, লোক প্রশাসন বিভাগের প্রধান সহকারী ইউনুছ আকন্দ, হিসাব পরিচালক কাজী জহুরুল ইসলাম, হিসাবরক্ষক মোঃ আমিনুল ইসলাম, রেজিস্ট্রার বিল্ডিংয়ের প্রধান সহকারী পরিতুল্লাহ এবং ম্যানেজমেন্ট ইনফো বিভাগের আনোয়ারুল। এদের বিরুদ্ধে পাহারাগ থানায় মামলা করা হয়েছে। এছাড়াও ৮ জন বহিরাগতের নামে মামলা করা হয়। তারা হলেন ইউনিএইড কোচিং সেন্টারের পরিচালক গোলাম মোস্তফা কিরণ, নিকপুর বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের বাংলা বিভাগের প্রভাষক হাফিজুর রহমান হাফিজ, আকতা ইন্টারন্যাশনালের কনসালটেন্ট ও সোসাইটি ফর এডুকেশনাল ডেভেলপমেন্ট চেয়ারম্যান এবাইদুল করিম, ৭৪, সাইদ ল্যাবরেটরীর কর্মকর্তা ইন্টারন্যাশনালের মোঃ মতিন, বালুবাড়ির আব্দুল রাজ্জাক, মধ্য বাড্ডার নিপাত আহমেদ, সাজ্জাদুর রহমান শিমন এবং কাকরাইল ওয়াইএমসিএ-এর জুয়েল রোজারিও। তবে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মামলা করা মামলার এখনো চার্জশিট দেয়া হয়নি। এ বিষয়ে পাহারাগ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা রেজাউল করিম বলেন, এ বিষয়ে অনেকগুলো মামলা হয়েছে। খোঁজ-খবর নেয়ার পর দ্রুত চার্জশিট দেয়ার ব্যবস্থা করা হবে।

ছাত্রত্ব ফিরে পাচ্ছেন ভুয়ারা

অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভর্তি হওয়া ২৩২ জন ছাত্রের মধ্যে আবার ৮৭ জন উচ্চ আদালতে রিট পিটিশন দায়ের করে ক্লাসে ফিরেছে। এর মধ্যে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ৪৩টি রিটে ৪৫ জন ছাত্র, লোক প্রশাসন বিভাগে ২৬টি রিটে ৩৩ জন, অর্থনীতি বিভাগে ৪টি রিটে ৪ জন, ভূগোল ও পরিবেশ বিভাগের ২টি রিটে ২ জন এবং সমাজকল্যাণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে ২টি রিটে ২ জন ছাত্র রয়েছে। ৮৭ জন ছাত্র সর্বমোট ৭৭টি রিট করেছে।

জানা যায়, ভুয়া ছাত্রত্ব প্রমাণ হওয়ার পরেও প্রশাসনের দুর্বলতা ও উদাসীনতায় একটিমাত্র তদন্ত হওয়া মামলার কর্তৃপক্ষ হেরে যান। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয়ে অবৈধভাবে ভর্তি হওয়া শিক্ষার্থীদের বড় একটি অংশ ছাত্র সংগঠনের রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। এসব শিক্ষার্থী আসলে ছাত্রত্ব ফিরে পেতে তদবির শুরু করেছে।

জড়িতরা ধরা-ছোঁয়ার বাইরে

ভর্তি প্রক্রিয়ার সঙ্গে সরাসরি অনুষদের ডিন, বিভাগগুলোর চেয়ারম্যান, হল প্রভোস্ট ও ভর্তি শাখার কর্মকর্তারা সম্পৃক্ত থাকেন। সাধারণত বিভাগগুলোর কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের সম্পৃক্ততা থাকে। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দীর্ঘ আড়াই বছরে তথ্যানুসন্ধান কমিটি দায়সারাভাবে কিছু কর্মকর্তাকে বহিষ্কার করেছে মাত্র। এখনো পর্যন্ত ডিন অফিস, চেয়ারম্যানদের দপ্তর ও হল অফিসের বাইরে সনাক্ত করা সম্ভব হয়নি। ফলে ভুয়া ভর্তির মূল হোতারা রয়েছে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

জালিয়াতি চক্রটি ফের সক্রিয়

ভুয়া ভর্তির সিন্ডিকেট আবারও সক্রিয় হয়ে উঠেছে। সম্প্রতি ভুয়া ভর্তি সিন্ডিকেটের লোকজন প্রশাসনিক ভবন এবং বিভিন্ন বিভাগের অফিসগুলোতে জোর তৎপরতা চালানো বলে সংশ্লিষ্টরা জানান। মূলতঃ বিভিন্ন কোটায় শিক্ষার্থী ভর্তিকে টার্গেট করে তারা সক্রিয় হচ্ছে। একজন ছাত্রনেতা অভিভাবককে বলেন, অর্থনীতি বা আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগে ভর্তি করিয়ে দেয়ার কথা বলে তার কাছ থেকে ৬০ হাজার টাকা দাবি করেছে একটি চক্র। তারা কয়েকদিন পরে যোগাযোগ করতে বলেছে।

প্রশাসনিক ভবনের একজন কর্মকর্তা জানিয়েছেন, অবৈধ উপায়ে শিক্ষার্থী ভর্তি করাতে কয়েকদিন ধরেই তাকে চাপ দেয়া হচ্ছে। কোটায় ছাত্র ভর্তির জন্য এ চাপ প্রয়োগ করা হচ্ছে। সংশ্লিষ্টরা অভিযোগ করেছেন, ভুয়া ভর্তির সঙ্গে জড়িত কয়েকটি কোচিং সেন্টার, প্রশাসনের কয়েকজন ব্যক্তির প্রত্যক্ষ সংযোগিতা থাকার পরও যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হয়নি।

দায় থেকে অব্যাহতির আবেদন

তদবির বিনিময়ে দায় থেকে অব্যাহতি পেতে বিশ্ববিদ্যালয়ের অভিযুক্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা তৎপর হয়েছেন। সম্প্রতি অভিযোগ থেকে অব্যাহতির জন্য তারা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে আবেদন করেছিল। কিন্তু সিন্ডিকেট তাদের আবেদন নামঞ্জুর করে দেয়। এরপরেও তারা হাল ছাড়েনি। এখনো তারা দায় থেকে মুক্তির আশায় তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। তবে তথ্যানুসন্ধান কমিটির এক সদস্য জানান, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ডেপুটি রেজিস্ট্রারকে বিনা কারণে তৎকালীন সময়ে বরখাস্ত করেছিল। তার বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট কোন অভিযোগ ছিল না। বিষয়টি পুনরায় খতিয়ে দেখা উচিত বলে তিনি জানান।

তথ্যানুসন্ধান কমিটির কাছে তাড়া

ভুয়া ভর্তি সনাক্ত করতে বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী ফোরাম সিন্ডিকেট তথ্যানুসন্ধান কমিটি গঠন করলে বর্তমানে তার কার্যক্রম থিমিয়ে পড়েছে। প্রায় চার মাস ধরে কমিটির কোন সভা হয়নি। এই কমিটির সর্বশেষ প্রতিবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে চলতি মাসে সিন্ডিকেট অবৈধ প্রক্রিয়ায় ভর্তি হওয়া ২২ ছাত্রের ছাত্রত্ব বাতিল করে। নিয়ম অনুযায়ী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি এ কমিটির প্রধান। তিনি দ্রুত এ কমিটির সভা আহবান করবেন বলে জানিয়েছেন।

প্রশাসনের বক্তব্য

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভিসি ও তথ্যানুসন্ধান কমিটির প্রধান অধ্যাপক ড. হারুন অর রশিদ ইত্তেফাককে বলেন, অবৈধ প্রক্রিয়ার সাথে যারা জড়িত তাদের বিরুদ্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। শিগগিরই তথ্যানুসন্ধান কমিটির সভা থেকে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ করা হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. আ আ ম স আরেফিন সিদ্দিক বলেন, ভুয়া ভর্তির সঙ্গে জড়িত কিছু কর্মকর্তা ও কর্মচারী প্রশাসনকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছে। পরে তারা ক্ষমা প্রার্থনার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে আবেদন করলে সিন্ডিকেট তা বাতিল করে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এ বিষয়ে খুবই সতর্ক। কাউকে জড়িত প্রমাণ পেলে তার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। তিনি বলেন, ছাত্রত্ব বাতিলের পরও বেশকিছু শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস-পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে। এটা আমাদের জন্য পীড়াদায়ক।